পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ বিল্ডিং (দ্বিতল)
৬৩,নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

নং-৪৪০১(১৯)-আর.ডি(আই.এ.ওয়াই)/১৩এস-৫/৯৮ তাং - **২১.০৭.২০০৫**

প্রেরক ঃ শ্রী ডঃ এম.এন.রায়,
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক ঃ ১। জেলা শাসক,

২। প্রধান সচিব,
দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ

বিষয় ঃ ইন্দিরা আবাস যোজনার তহবিল ব্যবহার।

মহাশয়,

ইন্দিরা আবাস যোজনায় কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে অনেক জেলা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানতে পেরেছি। ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় তহবিল ছাঁটাই-এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। প্রশ্ন উঠেছে যে যেহেতু প্রত্যেক উপভোক্তাকে তার প্রাপ্য বরাদ্দের ৫০ শতাংশ অর্থ প্রথমে দেওয়া হয়, তাহলে যদি তহবিল বরাদ্দ পরে কমিয়ে দেওয়া হয় তবে যে উপভোক্তাগণ বিগত আর্থিক বছরে একটি মাত্র কিস্তির অর্থ (৫০ শতাংশ) পেয়েছেন তাঁরা কিভাবে শুরু করে দেওয়া গৃহনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবেন।

২। এবিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, বেশ কিছু জেলার ক্ষেত্রে ছাঁটাই-এর প্রথম কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সদ্ব্যবহারে বিলম্বের ফলেই প্রকৃত বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে। কাজেই ইন্দিরা আবাস যোজনায় তহবিলের প্রথম কিস্তি বন্টনের কাজ জুলাই মাসের মধ্যে করে ফেলা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তহবিল সদব্যবহারের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৩। বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের জন্য তহবিল কমে যাওয়ার ফলে গত বছরের নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে অসম্পূর্ণ রয়েছে এরূপ গৃহনির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ইন্দিরা আবাস যোজনায় ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে তহবিলের প্রথম কিস্তি পাওয়া মাত্র নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন। তারপর যে উপভোক্তাগণ বিগত বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহনির্মাণ শুরু করেছিলেন , কিন্তু শেষ করতে পারেন নি তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (বিগত বছরের হার অনুযায়ী নূতন গৃহ নির্মানের জন্য ২০,০০০ টাকা এবং গৃহ সংস্কারের জন্য ১০,০০০ টাকা) বন্টন করতে হবে।

৪। অতঃপর নূতন হার অনুযায়ী অর্থাৎ নূতন গৃহনির্মাণের জন্য পরিবার পিছু ২৫,০০০ টাকা এবং গৃহ সংস্কারের জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১২,৫০০ টাকা হারে অবশিষ্ট তহবিল বন্টন করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই নির্মান সংখ্যার হিসাব আলাদা ভাবে করতে হবে এবং দরকার হলে গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়াড়ি লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ

করে অর্থ বন্টন করতে হবে। তহবিল প্রদানে বিলম্ব এড়াতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি কে জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এ বাবদ অর্থ সরাসরি প্রদান করা যেতে পারে।

৫। গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়ে গেলে এবং তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিল জমা হওয়ার পর, গৃহপ্রতি খরচের ৫০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তালিকা ভুক্ত উপভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করা ব্যতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন বিকল্প থাকবে না।কোন বছরে সম্ভাব্য উপভোক্তাদের অর্ধেক সংখ্যকের মধ্যে প্রথম কিস্তির মাত্র ৫০ শতাংশ অর্থ বন্টন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাজ্য সরকারের দেয় অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে, সংশ্লিষ্ট সংখ্যক উপভোক্তাদের আলাদা দিনে তহবিল বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।আবার জানানো হচ্ছে যে, তহবিল বন্টনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কোন নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস কিংবা অন্যকোন সুবিধাজনক স্থানে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যের উপস্থিতিতে উপভোক্তাদের হাতে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক (Account Payee) তুলে দিতে হবে।

৬। ইন্দিরা আবাস যোজনায় কমপক্ষে ৬০ শতাংশ তহবিল সদব্যবহারের রিপোর্ট আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পেশ করার জন্য মে, ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত বিভাগীয় স্তরের সভায় (Divisional Level Meeting) বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কাজেই উক্ত সভার আলোচনা অনুযায়ী ইন্দিরা আবাস যোজনার তহবিল বন্টন এবং তার সদ্ব্যবহারের পর্যালোচনা করে আপনার জেলায় এই যোজনার কাজের অগ্রগতির সর্বশেষ পরিস্থিতি অবিলম্বে আমাকে জানানোর অনুরোধ করছি।

ভবদীয়

(এম.এন.রায়)
সচিব

নং-৪৪০১(১৯)/১(৩৭)-আর.ডি(আই.এ.ওয়াই)/১৩এস-৫/৯৮ **তাং - ২১.০৭.২০০৫**

অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-

১। সভাধিপতি
---------- জেলা পরিষদ।

২। অতিরিক্ত কার্য্য নির্বাহী আধিকারিক
----------জেলা পরিষদ।

(এম.এন.রায়)
সচিব

Anjali-D-Mohadeb-4401iay